Soul
অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়...
No-I, JAN, 2026
The Monthly Newsletter of Liver Foundation, West Bengal

JCMLRI: The First Year That Shaped the First Steps

Ankita Chatterjee
Assistant Professor, JCMLRI

Dr John C Martin at the stone laying ceremony of JCMLRI (2018)

Since 2018.....

The quote of famous leadership expert John Maxwell, "A great leader's courage to fulfil his vision comes from passion, not position," resonates deeply with the foundation of the only liver and gastrointestinal disorder specific research organisation in Eastern India - JOHN C. MARTIN CENTER FOR LIVER RESEARCH AND INNOVATIONS. The foundation stone was laid in 2018 through extraordinary generosity from John C. Martin, an American billionaire whose passion for advancing healthcare transcended geography and convention. Guided by his vision along with the energetic passion and hard work of team Liver Foundation WB, the institute finally started its first steps officially on December 11, 2024. I became part of the organisation in 2023, when it was gearing up for the big launch. Now, as JCMLRI completes its first year of operation, I look back with a sense of pride, gratitude, and purpose.

The preparatory phase....

Even before the formal launch, we began our research on the top floor of the IILDS Hospital, working with whatever space and resources were available. In spite of several hiccups and constraints, we thrived with our competitive spirit and resilience. With this mindset, and within just a few months, we successfully initiated our experimental work. Thus, proving that innovation is driven not by infrastructure alone, but by intent and perseverance.

We were extremely fortunate that the founders equipped the institute with cutting-edge technologies and continue providing us with their valuable guidance. Throughout the formative period, we met regularly to shape the institute's organisational framework, define clearer and more ambitious missions. We focused on aligning our individual efforts with the shared vision. In spite of constraints and uncertainties, these early discussions laid the foundation for the future years of JCMLRI.

Inauguration of the academic building of **JCMLRI(2025)**

Our handholders.....

We have been especially fortunate to receive exceptional mentorship at JCMLRI from our senior faculty members - Prof. Partha Majumder, Prof. Abhijit Chowdhury, Prof. Amal Santra, Prof. Partha S. Mukherjee, Prof. Madhumita Dobe, whose unwavering guidance has been invaluable. We are also deeply grateful to the many distinguished external faculty members who generously shared their time and expertise with us - Prof. Arun Sanyal, Prof. Abhay Bhang, Prof. Saumitra Das, Prof. Kishore Nandyala, Prof. Shyam Kottillil and many more.

Attendance at scientific forums...

Over time, we started generating good-quality data, which enabled us to systematically pursue and answer our core research questions. Within just one year, we successfully presented our work at multiple national and international conferences, thus establishing JCMLRI's growing foothold in scientific research. We took a leadership role in academic engagement by organising several workshops and conferences- Kolkata Liver Meet 2025 and the SPSF Data Analysis Workshop 2025. Our students also presented their works at research conferences - IACR 2025, HCA-2025, and Anusandhan-2025.

JCMLRI in 2026

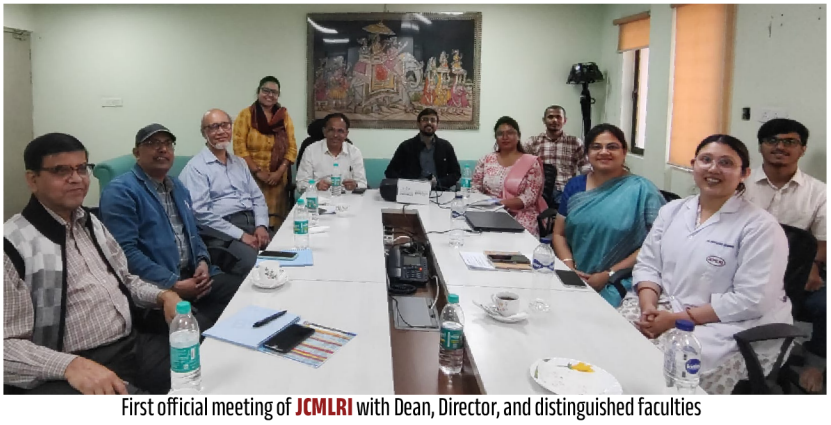

First official meeting of **JCMLRI** with Dean, Director, and distinguished faculties

JCMLRI vibes.........

Alongside our scientific growth over the past year, we have also built something equally meaningful—strong bonds of friendship and trust within the team. We take special pride in training our students with dedication, encouraging them to become good researchers with empathy.

Towards our bright future.....

As JCMLRI completes its first year, we celebrate not only our scientific achievements but also the spirit of learning, knowledge and collaborations. I am hopeful that JCMLRI will become a global hub for liver and GI research centres, and our meaningful research will help to make society a little healthier and gut-conscious.

ঋত্বিক যাপন : উদযাপন নয়, বেঁচে থাকার ভাষা

গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়
General Manager , IILDS

হিমেল সকালের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। আলো-ছায়ার নরম মিশ্রণে দিনটি ধীরে ধীরে নিজের শরীর খুঁজে নিচ্ছিল। সেই আবেশেই ৪ জানুয়ারি ২০২৬ শুরু হল ঋত্বিক যাপনের দ্বিতীয় পর্ব। জন্মশতবর্ষকে উপলক্ষ করে এই চলমান যাত্রার এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, সাংবাদিক ও শিল্পী শোভন তরফদারের তত্ত্বাবধানে ঋত্বিক ঘটক-এর আটটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী, যার উদ্বোধন করেছিলেন ঋতবান ঘটক, চলবে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। এই প্রদর্শনীকে ঘিরেই এদিন প্রকাশিত হয় একটি সংরক্ষণযোগ্য স্মারকগ্রন্থ, যা উন্মোচন করেন ঋত্বিকের দুই ভাগ্নি ধৃতি বাগচী ও শ্রীপর্ণা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক সংগীতশিল্পী অভীক ঘোষ এবং চলচ্চিত্রবোদ্ধা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

এর পর বক্তব্য রাখতে উঠে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, “ঋত্বিককে নিয়ে কথা বলার সুযোগ মানেই এক ধরনের নীরব গর্ব।” পঞ্চাশ বছরের আগেই আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি, অসংখ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য ও লেখালেখি—যাকে ব্যর্থতা বলা হয়, তার আড়ালেই ছিল অদম্য সৃষ্টিশক্তি। পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পাঠ্যক্রম গড়ে দিয়ে তিনি ভবিষ্যতের সিনেমাকে দিক দেখিয়েছিলেন। শব্দ, গতি ও সম্পাদনায় ঋত্বিক আজও অতিক্রম অযোগ্য। তিনি আরও জানান, এই প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ‘ঋত্বিক চর্চা’ বিষয়ক একটি সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার ভাবনা ও রূপরেখায় তিনি যুক্ত থাকবেন।

এর পর বক্তব্য রাখেন লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসা মানে শুধু শরীর সারানো নয়—মানুষের মন, পরিবার ও ভাবনার বিস্তারও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সামগ্রিক দৃষ্টিই ছিল ঋত্বিকের। বিনোদনের সীমা অতিক্রম করে মানবিক দায় থেকেই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। জন্মশতবর্ষ তাই উদযাপন নয়—যাপন, এক চলমান নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্চা।

এর পর ধৃতি বাগচীর স্মৃতিচারণায় ফিরে আসে একান্ত পারিবারিক ঋত্বিক। তিনি বলেন, দেশভাগের ক্ষত তাঁর ছোট মামাকে আজীবন ব্যথিত করেছিল—যে বেদনা তাঁর প্রতিটি ছবির গভীরে ছায়ার মতো রয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনের যন্ত্রণা কীভাবে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে শ্যুটিংয়ের দিনগুলির কথাও—কীভাবে পরিবার-পরিজনের অনেকেই অনায়াসে তাঁর ছবির ফ্রেমে ঢুকে পড়তেন, জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহেই। ধৃতি বাগচীর কথায় ঋত্বিক ধরা দেন একদিকে ক্ষতবিক্ষত মানুষ, অন্যদিকে গভীর মমতাসম্পন্ন শিল্পী হিসেবে।

এর পর শ্রীপর্ণা চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় ঋত্বিককে ঘিরে খুলে যায় আর এক ভূগোল। তিনি ফিরে যান মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ে কাটানো দিনগুলিতে—যেখানে মারিয়া মোরিয়া আদিবাসী সমাজের জীবন, গান ও লোকবিশ্বাস গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাঁর মামাকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লোকজ সংস্কৃতির প্রতি ঋত্বিকের আজীবন টান তৈরি হয়। আদিবাসী জীবনের সহজ অথচ তীব্র মানবিকতা তিনি ধারণ করেছিলেন নিজের সৃজনের ভেতরে—কখনও তথ্যচিত্রে, কখনও সুবর্ণরেখা-র মতো ছবির শরীরে। লোকশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার আগ্রহও তাঁর ছিল—যা কেবল নান্দনিক অনুরাগ নয়, বরং এক সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ।

সব বক্তব্য শেষ হওয়ার পর শুরু হয় সংগীত পর্ব। অভীক ঘোষের কণ্ঠে প্রথম ভেসে আসে— “কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো”। এর পর “আকাশভরা সূর্য তারা”—এই গানে প্রায় সকল উপস্থিত অতিথিই শিল্পীর সঙ্গে কণ্ঠ মেলান। মাঝে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রক্তকরবী নাটকের অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং নাটকটি থেকে দু’টি গান পরিবেশন করেন। সংগীত পর্বের শেষ প্রান্তে এসে পরিবেশ গাঢ় হয়ে ওঠে— “যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে” গানের মধ্য দিয়ে।

সংগীত পর্বের শেষে প্রাঙ্গণে তৈরি হয় এক মানবিক মুহূর্ত। অভীক ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর উদ্যোগে শিশুদের নিয়ে যে শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে চলেছে, তার প্রতি সম্মান জানিয়ে লিভার ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে একটি হারমোনিয়াম উপহার দেওয়া হয়। লিভার ফাউন্ডেশন পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় নিজ হাতে সেই হারমোনিয়াম তুলে দেন অভীক ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর হাতে।

মধ্যদুপুরের আলো ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসে। স্মৃতির ভেতর থেকে যায় সুর, কথা আর ছবির অনুরণন। শেষে শুধু অপেক্ষা।
৪ ফেব্রুয়ারি—আবার ঋত্বিক, আবার যাপন।

হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা, অসুবিধা

ডঃ পৌলম বন্দোপাধ্যায়
Senior Physiotherapist, IILDS

'হাঁটু প্রতিস্থাপন' বা Knee Replacement আজকাল খুবই পরিচিত একটি শব্দ, আমরা কম বেশি সকলেই জানি। কিন্তু কখন হাঁটু প্রতিস্থাপন প্রয়োজন অথবা আদৌ এই প্রতিস্থাপন কতটা কার্যকরী - আসুন তা জেনে নিই।

আমাদের হাঁটু প্রধানত দুই হাড়ের সন্ধি। সেই দুই হাড় হল ফিমার বা থাই বোন এবং টিবিয়া। এই দু'টি হাড়ে যখন অতিরিক কার্টিলেজ ড্যামেজ হয় তখন এতে ক্ষয় হয়ে অস্টিয়ো আর্থরাইটিস (Osteo-arthritis) হতে পারে। এই আর্থরাইটিস চারটি গ্রেড আছে। সেগুলি হল গ্রেড ওয়ান, গ্রেড টু, গ্রেড থ্রী এবং গ্রেড ফোর। গ্রেড ওয়ান এবং টু তে সাধারণত - হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রযোজন হয় না। তবে গ্রেড ৩-৪ অর্থাৎ যখন পূর্ণক্ষয় হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে পা বেঁকে যায় তখন হাঁটু প্রতিস্থাপন প্রয়োজন পড়ে।

হাঁটু প্রতিস্থাপন অর্থাৎ হাঁটুর মাঝ খান বরাবর কেটে ফিমারের নিচের অংশ এবং টিবিয়ার ওপরের অংশ কিছুটা কেটে সেখানে হাঁটুর আকারের কৃত্রিম (টাইটেনিয়াম জাতীয় কিছু) টিবিয়া ও ফিমার লাগানো হয়। এতে বেঁকা পা সোজা হয়। ক্ষয় হওয়ার জন্য হওয়া ব্যাথা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এই অপারেশনে সাধারণত পরের দিনই রোগীকে হাঁটার জন্য বলা হয়ে থাকে। রোগীও কমবেশি হাঁটতে পারেন। এবার আসি হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা এবং অসুবিধায় নতুন হাঁটু আর্থরাইটিসের ব্যাথা এবং পা বেঁকে যাওয়া থেকে মুক্তি আপনাকে অবশ্যই দেবে। তবে এর বিশেষ কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন অপারেশনজনিত ব্যাথা ও ফোলা এবং হাঁটু ভাঁজ না হওয়া, মাটিতে বসতে না পারা। এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করবেন একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট।

অপারেশন এর গুরুত্ব যতটা, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরবর্তী সময় ফিজিওথেরাপি করানো। এ ছাড়া কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফেরা অসম্ভব। মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের হাঁটু মোটামুটি ভাঁজ হয় ১৩৫° পর্যন্ত। এক্ষেত্রে অপারেশনের পরের দিন থেকেই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা চালু করে হাঁটু ভাঁজ করা এবং ফোলা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। ধীরে ধীরে দু'সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ৯০° ভাঁজ হতেই হবে। এবং চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ১১০-১২০° ভাঁজ হওয়া জরুরি।

এখন প্রশ্ন, হাঁটু প্রতিস্থাপন কি এড়ানো সম্ভব? উত্তর হল 'হ্যাঁ', যদি কেউ হাঁটু ক্ষয় শুরু হওয়ার সময় (Early osteo-arthritis) থেকে সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নেন। সঙ্গে বাড়িতে নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই অপারেশন এড়ানো সম্ভব। এর সঙ্গে আরও কিছু জিনিস খেয়াল রাখা উচিত। যেমন, অতিরিক্ত ওজন, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাস। এগুলিও আর্থরাইটিসের কারণ হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় Arthritis Cannot be stopped only Can be delayed, অর্থাৎ আর্থারাইটিস আটকানো যায় না। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এটির দ্রুত হওয়া আটকানো যেতে পারে।

Knowledge grows with exchange

The John C. Martin Center for Liver Research and Innovations (JCMLRI) recently hosted a landmark academic exchange featuring Professor Neil Guha of the University of Nottingham and Dr. Josephine Guha, focusing on the evolution of hepatology from clinical research to population-scale impact. Professor Guha delivered a masterclass on the detection of liver fibrosis, highlighting how serum biomarkers and innovative care pathways can transform public health and relieve pressure on specialized centers. A major highlight of the visit was Professor Guha's recognition of the Liver Foundation, West Bengal, as being "ahead of the global curve" for its sustained community-based care models. Following an engaging dialogue led by Professor Abhijit Chowdhury (IILDS), discussions between Dr. Partha Sarathi Mukherjee and Dr. Josephine Guha underscored a 20-year commitment to fighting Hepatitis and Fatty Liver Disease. The visit concluded with a pledge for future collaboration, aiming to merge international research excellence with local grassroots initiatives to ensure equitable and scalable liver-health solutions for the region.

Professor Abhijit Chowdhury and Professor Neil Guha

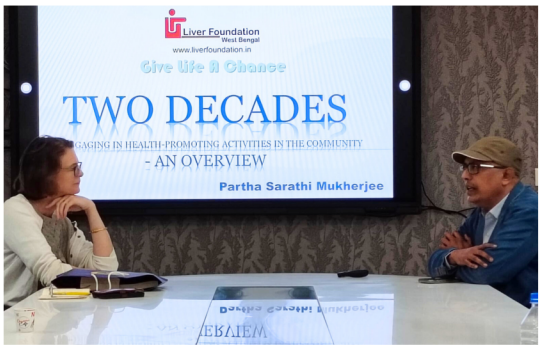

Dr. Partha Sarathi Mukherjee and Dr. Josephine Guha

আরাবল্লীর বিনাশ: জনস্বাস্থ্য ও জলবায়ু বিপর্যয়ের পথে এক আত্মঘাতী যাত্রা

তর্পন শাসমল
Project Coordinator, Liver Foundation, West Bengal

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূখণ্ডে ৬৭০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত আরাবল্লীর পর্বতমালা কেবল ইতিহাসের সাক্ষী বা পর্যটন কেন্দ্র নয়। এটি এই অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবনের এক অদৃশ্য রক্ষাকবচ। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটের বুক চিরে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাচীন পাহাড় শ্রেণি হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু বর্তমানের অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, অবৈধ খনন আর আইনি মারপ্যাঁচে আজ এই 'নীরব প্রহরী' নিজেই বিপন্ন। আর আরাবল্লীর এই বিপর্যয় কেবল ভূগোলের পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি আসন্ন 'পাবলিক হেলথ ইমারজেন্সি' বা জনস্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থা।

আরাবল্লীর প্রধান ভৌগোলিক ভূমিকা হল, এটি থর মরুভূমির ধূলিকণা ও উত্তপ্ত পশ্চিমা বাতাসকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। বিজ্ঞানীরা একে প্রকৃতির 'এয়ার ফিল্টার' বলে অভিহিত করেন। পাহাড়ের এই প্রাচীর হারিয়ে গেলে মরুভূমির ধূলিকণা সরাসরি লোকালয়ে প্রবেশ করবে। এর ফলে বাতাসে PM2.5 এবং PM10 কণার মাত্রা বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাবে। দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, সিওপিডি এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো মারণব্যাধি ঘরে ঘরে স্থায়ী বাসা বাঁধবে।

আরাবল্লীর অনুপস্থিতি জলবায়ুর চরমতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অনায়াসেই ৪৫ থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করবে, ফলে হিটস্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশনের কারণে আশঙ্কাজনক হারে প্রাণহানি ঘটবে। আরও ভয়ানক বিষয় হল, মরুভূমির ধুলো উড়ে গিয়ে হিমালয়ের হিমবাহের ওপর পড়লে বরফ গলার গতি বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন তীব্র খরা দেখা দেবে, অন্যদিকে হঠাৎ আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি তৈরি হবে যা এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

আরাবল্লী এক বিশাল প্রাকৃতিক স্পঞ্জ হিসেবে কাজ করে। বৃষ্টির জল শোষণ করে এটি ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে পুনরুজ্জীবিত রাখে। পাহাড়গুলি কেটে ফেললে জলস্তর দ্রুত নেমে যাবে। যার ফলে তৈরি হবে তীব্র জলসংকট। মানুষ বাধ্য হয়ে দূষিত এবং আর্সেনিকযুক্ত জল পান করবে, যা কলেরা, টাইফয়েড এবং হেপাটাইটিস এ ও ই-এর মতো জলবাহিত রোগের বিস্তার ঘটাবে।

পরিবেশের এই চরম বিপর্যয় কেবল শরীর নয়, মনের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে, 'জলবায়ু উদ্বেগ' (Climate Anxiety) আগামী দিনে একটি প্রধান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই অনিশ্চয়তা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবে। এছাড়া, জনস্বাস্থ্যের এই বিপর্যয় দেশের অর্থনীতিকেও পঙ্গু করে দেবে। ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা ব্যয় সরকারের স্বাস্থ্য বাজেটে চাপ সৃষ্টি করবে এবা পর্যটন শিল্প বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়বে।

আজ আরাবল্লী রক্ষা করা নিছক পরিবেশবাদীদের দাবি নয়। এটি একটি জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থাও বটে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক ১০০ মিটার সংজ্ঞা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আমরা ছোট টিলা বা পাহাড়ের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছি। অথচ প্রকৃতি কোনও গাণিতিক উচ্চতা বা সংজ্ঞা মানে না প্রতিটি ছোট পাহাড়ই এই বিশাল বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। যদি আজ আমরা সচেতন না হই, তবে পরবর্তী প্রজন্মকে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ জল এবং এক মুঠো নির্মল বাতাসের জন্য আজীবন সংগ্রাম করতে হবে।

মনে রাখতে হবে একটাই কথা -

আরাবল্লী বাঁচলে আমরা বাঁচব।

বিহ্বল বসন্ত

মনিদীপা কুন্ডু
Executive, OPD, IILDS

বনবীথির রিক্ত শাখায়
কচি কিশলয়ে,
কলকণ্ঠ সুর ভাসে
দখিনা মলয়ে।

হৃদয় নিভৃতে প্রেম
লজ্জা রাঙা প্রেয়সী
আবির খেলার ছলে
ছুঁয়ে ফেলার সাহসী।

স্মৃতির অতলে প্রেম
বিহ্বল বসন্তে,
হৃদয় পুলকে আজ
স্বপ্ন বর্ণময়,
জাগালে সে ধূসর স্মৃতি
ফেলে আসা বিবর্ণ সময়।

Rupsa Sardar
Research Intern, JCMLRI

A gaze, deeper into life .. .. ..

Bismoy Bhwomick
Communications Officer, IILDS

Aditi Mondal
Operations Executive, IILDS

To the Kingdom of clouds .. .. ..

Aditi Sarkar
Second Year, CINHS

Out in the wilderness of knowledge

As JCMLRI aged from one to two, we showcased our impactful researchers at both National and International forums on genomics, immunology, and metabolic health. At the Himalayan Symposium on Immunology 2025 in Darjeeling and later at the International Conference on Organismal & Environmental Genomics 2026, in Ranchi, Dr Ankita Chatterjee presented a large-scale single-cell genomics study on smoking-driven immune perturbations. She highlighted how smoking reshapes immune cell landscapes and how Smoking cessation could partially restore the normal immune system functionality.

JCMLRI's presence continued at the Bengal Liver Summit 2026 in Kolkata, where our student Ms Shreyoshi Saha, on behalf of JCMLRI, The team presented ongoing research on mapping and annotating macro and Micronutrient status of MASLD patients from the obese Bengali population. The study highlighted critical nutritional imbalances linked to metabolic liver disease, emphasising the need for tailored dietary interventions.

Hepatitis Patients' Forum

Initiative of **Liver Foundation, West Bengal**

Hepatitis B & C are emerging problems in present-day India. Advanced technology-dense medical care is progressively going beyond the reach of the average Indian. The cost of therapy and routine diagnostic interventions for Hepatitis is very high. A lot of stigmas are also associated with this disease. But Hepatitis is preventable, and general awareness regarding misconceptions around it is necessary.

Moreover, dealing with this disease is often stressful and may change the way a person lives and how he or she relates to others. So, beyond routine medical checkups and medications, the patient needs to maintain their confidence, positive self-image, and emotional balance to cope with both the negative feelings and the lengthy treatment procedures. These were the initial thoughts of the Liver Foundation, West Bengal, behind the formation of a support group with the Hepatitis patients.

On July 28th, 2012, the Hepatitis Patients' Forum was formed with Hepatitis patients by the Liver Foundation, West Bengal. Bristol-Myers Squibb Foundation, a leading philanthropic organisation, supports this initiative.

Activities of Hepatitis Patients' Forum

As a patient support group, the members of the Hepatitis Patients' Forum meet at the Liver Foundation's Kolkata office in West Bengal at regular intervals, with the purpose of extending mutual emotional support to one another.

Self-Help Group: Focuses on vocational training (art and craft) and internal fundraising to assist members during medical emergencies.

Lobbying with the Government: Focuses on policy advocacy to protect the legal rights of patients.

Reducing Stigma: Focuses on education and systematic approaches to dispel myths about Hepatitis.

Networking: Focuses on connecting with patients across different districts for better resource management.

Patient Advocacy: An important activity for their overall well-being. The "Late Santosh Majumder Memorial Grant" is provided every year on 'World Health Day' to one Hepatitis patient for his/her treatment needs.

Benefits of Being a Part of the Forum

- **Companionship support:** Extended by the forum members who meet at regular intervals to relate with each other and extend their mutual relationships with compassion, concern and sensitivity.
- **Informational support**: Provided regarding healthy living, daily exercises, nutrition, and psychological well-being in monthly workshops and seminars.
- **Emotional support:** Provided through Psychological Counselling and advice by experts, if needed, for combating emotional sufferings and developing coping strategies.
- **Instrumental supports:** Provided through awareness instruments or 'tools' regarding the mode of infection, prevention, and care for Hepatitis.
- **Appraisal supports:** Provided by mainstreaming patients into society who are stigmatised by misconceptions.
- **Diagnostic Facilities:** Members get special cost-effective diagnostic facilities at the BMSF-LFWB Molecular Virology Research Laboratory to reduce treatment burden.